

অক্টোবর বিপ্লব ও মধ্যস্তরের প্রশ্ন

জে. ভি. স্ট্যালিন

মধ্যস্তরের (middle strata) প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের একটি মৌলিক প্রশ্ন। মধ্যস্তরের অন্তর্ভুক্ত হলো কৃষক এবং সংখ্যালঘু শহুরে শ্রমজীবী মানুষ। নিপীড়িত জাতিসত্তা, যার নয়-দশমাংশ হলো মধ্যস্তরের অন্তর্গত, এই বর্গের মধ্যে তাদেরকেও ধরতে হবে। আপনারা দেখেছেন, এরা হলো সেই স্তর যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তাদেরকে প্রলেতারিয়েত আর পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করে। তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব দুটি পরিস্থিতির দ্বারা নির্ধারিত হয়: এই স্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথবা অন্ততপক্ষে যেকোনো বিদ্যমান রাষ্ট্রে জনসংখ্যার একটি বিশাল সংখ্যালঘু অংশকে গঠন করে; দ্বিতীয়ত, তারা গুরুত্বপূর্ণ মজুত বাহিনী গঠন করে যাদের মধ্যে থেকে পুঁজিপতি শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে তাদের সৈন্য-সামন্ত নিয়োগ করে। প্রলেতারিয়েত তার ক্ষমতাকে বজায় রাখতে পারে না যদি না তারা মধ্যস্তরের, প্রধানত কৃষকদের নিকট থেকে সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করে, বিশেষ করে আমাদের প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নের মতো দেশে। প্রলেতারিয়েত এমনকি গুরুত্ব সহকারে ক্ষমতা দখলের কথা চিন্তাও করতে পারে না যদি এই স্তরটিকে অন্তত নিরপেক্ষ করা না যায়, যদি তারা ইতোমধ্যেই পুঁজিপতি শ্রেণীর কোল ছেড়ে বেরিয়ে না আসে, এবং যদি তাদের বিশাল অংশ পুঁজিপতিদের সৈনিক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং এটা হলো মধ্যস্তরের জন্য লড়াই, কৃষকের জন্য লড়াই, যা আমাদের ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বিপ্লবের সমগ্রটার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য, এই লড়াই নিষ্পন্ন হওয়া থেকে এখনো অনেক দূরে আছে, এবং তা ভবিষ্যতেও জারি থাকবে।

১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের বিপ্লব পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল যে তা ফরাসি কৃষকদের মধ্যে সহানুভূতিসূচক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি। প্যারিস কমিউনের পতনের অন্যতম কারণ ছিল যে তারা মধ্যস্তর, বিশেষত কৃষকদের মধ্যে থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

ইউরোপীয় বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে, কাউটস্কির নেতৃত্বে কতিপয় ইতর মার্কসবাদী এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, মধ্যশ্রেণী, বিশেষত কৃষকগণ হলেন শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের প্রায় জন্মগত শত্রু, সুতরাং আমাদেরকে বিকাশের দীর্ঘতর পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, যার ফলে প্রলেতারিয়েতগণ জাতির সংখ্যাগুরু অংশে পরিণত হবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের সঠিক শর্তাবলি সৃষ্টি হবে। এই উপসংহারের ওপরে ভিত্তি করে তারা, এই ইতর মার্কসবাদীগণ, প্রলেতারিয়েতকে ‘অপরিপক্ব’ বিপ্লবের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। এই উপসংহারের ওপরে ভিত্তি করে, তারা ‘নীতির অভিপ্ৰায়’ থেকে মধ্যস্তরকে পুরোপুরি পুঁজির কবলে সোপর্দ করেন। এই উপসংহারের ওপরে ভিত্তি করে, তারা রুশ অক্টোবর বিপ্লবের পতনের ভবিষ্যতবাণী করেন, এই যুক্তিতে যে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত হলো সংখ্যালঘু, রাশিয়া হলো কৃষক-প্রধান এক দেশ এবং, অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ী বিপ্লব হলো অসম্ভব।

এটা উল্লেখযোগ্য যে, স্বয়ং মার্কসের মধ্যস্তর, বিশেষ করে কৃষকদের বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূল্যায়ন ছিল। যেখানে ইতর মার্কসবাদীগণ কৃষকদের ব্যাপারে নিজেদের হাত ধুয়ে ফেলছেন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পুঁজির করতলে রেখে দিচ্ছেন, তাদের ‘দৃঢ় নীতি’র বিষয়ে করছেন হেহেন্সপূর্ণ দন্দ, সেখানে মার্কস, মার্কসবাদীদের মধ্যে নীতির প্রশ্নে যিনি সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ, ধারাবাহিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে কৃষকদের দৃষ্টির আড়ালে যেতে দিতে নিষেধ করছেন, প্রলেতারিয়েতের পক্ষে তাকে জয় করে আনতে এবং ভবিষ্যতের প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের পক্ষে তার সমর্থন নিশ্চিত করতে বলছেন। আমরা জানি যে, পঞ্চাশের দশকে ফ্রান্স এবং জার্মানির ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পরাজিত হওয়ার পর মার্কস এঙ্গেলসকে, এবং তার মাধ্যমে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিকে লিখেছিলেন: “জার্মানিতে সব কিছুই নির্ভর করবে কৃষক যুদ্ধের কোনো দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বারা প্রলেতারিয়েত বিপ্লবকে সমর্থন করার সম্ভাবনার ওপর।”¹

এটি লিখিত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকের জার্মানির বিষয়ে, যা ছিল একটি কৃষক-প্রধান দেশ, যেখানে প্রলেতারিয়েতরা ছিল সংখ্যালঘু অংশ, যেখানে প্রলেতারিয়েত ছিল ১৯১৭ সালে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতদের অপেক্ষা তুলনামূলক কম সংগঠিত, এবং যেখানে কৃষক সমাজ, তার অবস্থানের কারণে ১৯১৭ সালে রাশিয়ার কৃষকদের চাইতে প্রলেতারীয় বিপ্লবকে সমর্থন করার ব্যাপারে কম প্রস্তুত ছিল।

¹ জে. ভি. স্ট্যালিন এখানে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে এপ্রিল ১৬, ১৮৫৬ তারিখে লিখিত কার্ল মার্কসের পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, যা রয়েছে মস্কো থেকে ১৯২২ সালে প্রকাশিত কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর *পত্রাবলি* গ্রন্থে (দেখুন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলি, খণ্ড ২, মস্কো ১৯৫১, পৃ. ৪১২)।

সকল ‘উচ্চ নৈতিকতা’র বাচালতা সত্ত্বেও অক্টোবর বিপ্লব সন্দেহাতীতভাবে ‘কৃষক যুদ্ধ’ ও ‘প্রলেতারীয় বিপ্লবে’র যে আনন্দময় সমন্বয়ের কথা মার্কস বলেছিলেন তার প্রতিনিধিত্ব করে। অক্টোবর বিপ্লব প্রমাণ করেছে যে এমন একটা সমন্বয় সম্ভব এবং তা বাস্তবায়ন করা যায়। অক্টোবর বিপ্লব প্রমাণ করেছে যে, প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা দখল করতে ও তা বজায় রাখতে পারে, যদি তা মধ্যস্তরকে, প্রধানত কৃষকদেরকে পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছ থেকে জয় করে আনতে পারে, যদি তা এই স্তরকে পুঁজির মজুত বাহিনী থেকে প্রলেতারিয়েতের মজুত বাহিনীতে পরিণত করতে পারে।

সংক্ষেপে: অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বের সকল বিপ্লবের মধ্যে প্রথম, যা মধ্যস্তরের এবং প্রধানত কৃষকদের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে, এবং এটাকে সফলভাবে সমাধান করেছে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরপুঙ্গবদের ‘তত্ত্ব’ আর বিলাপ সত্ত্বেও।

যদি কেউ এ বিষয়ে অর্জনের কথা বলতে চান, তাহলে এটাই অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম অর্জন।

কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। অক্টোবর বিপ্লব আরো অগ্রসর হয়েছে এবং নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলোকে প্রলেতারিয়েতের পাশে সন্নিবিষ্ট করেছে। আমরা ইতোমধ্যেই ওপরে উল্লেখ করেছি যে, এই জাতিসমূহের নয়-দশমাংশই হলো কৃষক এবং শহুরে ক্ষুদ্র শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু এখানেই ‘নিপীড়িত জাতিসত্তা’র ধারণাটি শেষ হয়ে যায় না। নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহ শুধু কৃষক এবং শহুরে শ্রমজীবী মানুষ হিসেবেই নিপীড়িত হয় না, জাতিসত্তার, অর্থাৎ নির্দিষ্ট জাতীয়তা, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবন যাপনের পদ্ধতি, অভ্যাস এবং সংস্কৃতির মেহনতি মানুষ হিসেবেও হয়। এই দ্বৈত নিপীড়ন নিপীড়িত জাতিসত্তার শ্রমজীবী জনগণের বৈপ্লবিকীকরণ না করে পারে না, নিপীড়নের প্রধান শক্তি পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সক্রিয় না করে পারে না। এই পরিস্থিতিই রচনা করে ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে প্রলেতারিয়েত সফল হয় ‘প্রলেতারীয় বিপ্লবে’র সাথে শুধু ‘কৃষক যুদ্ধ’কেই নয় বরং ‘জাতীয় যুদ্ধ’কেও সমন্বিত করতো। এই সবই প্রলেতারীয় বিপ্লবের কার্যক্ষেত্রকে রাশিয়ার সীমানার বাইরে প্রসারিত করার কাজকে ব্যর্থ হতে দেয় নি; এই সবই পুঁজির গভীরতম মজুত বাহিনীকে (deepest reserves of capital) বিপন্ন করতে ব্যর্থ হয় নি। যেহেতু কোনো আধিপত্যকারী জাতির মধ্যস্তরকে জিতে আনার লড়াই হলো পুঁজির আশু মজুত বাহিনীর জন্য লড়াই, নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের মুক্তির লড়াই পুঁজির নির্দিষ্ট মজুত বাহিনীকে জয় করার সংগ্রামে পরিণত না হয়ে পারে না- তাদের মধ্যে গভীরতম হলো পুঁজির করাল গ্রাস থেকে উপনিবেশবাসী ও বৈষম্য-জর্জরিত জনগণকে মুক্ত করার লড়াই। এই দ্বিতীয়োক্ত যুদ্ধটি এখনো নিষ্পন্ন হওয়া থেকে অনেক দূরে আছে। তার চেয়েও বড় হলো, এটা এখন পর্যন্ত এমনকি তার প্রথম নির্ধারক জয়ও অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু গভীরতম মজুত বাহিনীর জন্য লড়াই অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, এবং নিঃসন্দেহে তা প্রসারিত হবে, ধাপে ধাপে, সাম্রাজ্যবাদের আরো বিকাশের সাথে, প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নের শক্তি বৃদ্ধির সাথে, এবং পশ্চিমে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিকাশের সাথে।

সংক্ষেপে: অক্টোবর বিপ্লব সত্যিকার অর্থে নিপীড়িত ও বৈষম্য-পীড়িত দেশগুলোর জনগণের আকারে থাকা পুঁজির গভীর মজুতের জন্য প্রলেতারিয়েতের লড়াই শুরু করেছে; এটাই প্রথম এই মজুত বাহিনীকে জয়ের জন্য লড়াইয়ের পতাকাতে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এটা হলো তার দ্বিতীয় অর্জন।

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের পতাকা তলে কৃষকদেরকে জয় করে আনা হয়েছে। কৃষক সমাজ প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে জমি লাভ করেছে, ভূ-স্বামীদেরকে পরাজিত করেছে। প্রলেতারিয়েতের সাহায্যে এবং ক্ষমতা লাভ করেছে প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বাধীনে; ফলত, সে অনুভব না করে পারে না, সে উপলব্ধি না করে পারে না যে, তার মুক্তির প্রক্রিয়া অগ্রসর হচ্ছে, এবং তা অব্যাহত থাকবে প্রলেতারিয়েতের পতাকার অধীনে, তার লাল নিশানের অধীনে। এটা সমাজতন্ত্রের নিশানকে, যেটা কৃষক সমাজের কাছে ইতোপূর্বে ছিল ছায়ামূর্তিবরূপ, তাকে এমন এক নিশানে পরিণত না করে পারে না, যা তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং অধীনতা, দারিদ্র্য আর নিপীড়ন থেকে তার মুক্তিকে সহায়তা করেছে।

একই কথা এমনকি আরো অধিক মাত্রায় সত্য। নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের ক্ষেত্রে জাতিসমূহের মুক্তির তরে যুদ্ধ-নির্নাদ, যা সহায়তা লাভ করেছে ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা, পারস্য ও চীন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা, তুরস্ক, চীন, ভারত আর মিশরের জনগণকে প্রদত্ত নৈতিক সমর্থন দ্বারা- এই যুদ্ধ-নির্নাদ প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের বিজেতাদের কণ্ঠে। সত্য হলো যে রাশিয়া, যা পূর্বে নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহ কর্তৃক নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হতো, এখন সমাজতন্ত্রীতে পরিবর্তিত হওয়ার পর তা মুক্তির প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এটাকে অঘটন বলা যায় না। এটাও একটা আপাতিক ঘটনা নয় যে, অক্টোবর বিপ্লবের নেতা লেনিনের নাম এখন উপনিবেশ আর বৈষম্য-পীড়িত দেশগুলোর নিপীড়িত কৃষক এবং বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মুখে ভালোবাসার সাথে উচ্চারিত হচ্ছে। অতীতে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের নিপীড়িত আর পদদলিত ক্রীতদাসেরা খ্রিস্টধর্মকে মুক্তির স্মারক হিসেবে বিবেচনা করেছিল। আমরা এখন এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হচ্ছি যখন সাম্রাজ্যবাদের অধীনে উপনিবেশগুলোর লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্র মুক্তির নিশানা

হিসেবে কাজ করতে পারে (এবং সেটা তা করতে শুরু করেছে!)। এটা সন্দেহ করার অবকাশ খুব কম যে, সমাজতন্ত্র-বিষয়ক কুসংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাজকে এই পরিস্থিতি বিশালভাবে এগিয়ে দিয়েছে, এবং নিপীড়িত দেশগুলোর সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রবেশের পথকে প্রসারিত করেছে। আগে নিপীড়িত ও নিপীড়ক দেশগুলোর অ-প্রলেতারীয় ও মধ্যস্তরের লোকজনের সামনে প্রকাশ্যে আসা একজন সমাজতন্ত্রীর পক্ষে কঠিন ছিল; কিন্তু এখন সে প্রকাশ্যে এগিয়ে আসতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সপক্ষে বক্তব্য রাখতে পারে এই স্তরবর্তী মানুষদের মধ্যে এবং আশা করতে পারে যে, তার কথা শোনা হবে, এবং এমনকি গুরুত্বও দেয়া হবে, কারণ তার অবস্থানকে সহায়তা করছে অক্টোবর বিপ্লবের মতো অকাটা এক যুক্তি। এটাও অক্টোবর বিপ্লবেরই একটি ফলা

সংক্ষেপে: অক্টোবর বিপ্লব সকল জাতীয়তা ও জাতির মধ্য, অ-প্রলেতারীয়, কৃষক স্তরের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে; এটা সমাজতন্ত্রের পতাকাকে তাদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছে। এটা হলো অক্টোবর বিপ্লবের তৃতীয় অর্জন।

প্রাভদা, নং-২৫৩-এ নভেম্বর ৭, ১৯২৩ তারিখে প্রকাশিত

ভাষান্তর: আবদুল ইসলাম